"নবম জাতীয় সংসদের মহিলা আসন ও উপনির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৮ মার্চ, ২০০৯)

আগামী ২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় সংসদের ৭টি আসনের উপনির্বাচন। আসনগুলো হলো: কুড়িগ্রাম-২, রংপুর-৩, রংপুর-৬, বগুড়া-৬, বগুড়া-৭, কিশোরগঞ্জ-৬, বাগেরহাট-১। মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় কিশোরগঞ্জ-৬ আসনটি শূন্য হয়ে যায়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (রংপুর-৬ ও বাগেরহাট-১), বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া (বগুড়া-৬ ও ৭) ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মোঃ এরশাদ (কুড়িগ্রাম-২ ও রংপুর-৩) ২টি করে আসন ছেড়ে দেয়ায় উক্ত আসনগুলোতে উপনির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, বাগেরহাট-১ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শেখ হেলাল ইতোমধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন, যদিও নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে সে ঘোষণা এখনো প্রদান করে নি।

আপনারা অবগত যে, 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' দীর্ঘদিন থেকে ভোটারদেরকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়নের কাজ করে আসছে। আমরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের হলফনামা ও আয়কর রিটার্নে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি আসনের জন্য তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে ভোটারদের মাঝে বিতরণ করেছি এবং প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণও সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেছি। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আসন্ন উপনির্বাচনেও প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক চিত্র প্রকাশ করে জনগণের মাঝে বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছি। একইসাথে উপনির্বাচনসহ সংরক্ষিত মহিলা আসনে মনোনীত প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণও আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (উপনির্বাচন)

দল	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	-	-	১ (১৬.৭%)	৪ (৬৬.৬ %)	১ (১৬.৭%)	-	৬ (১০০%)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	১ (১৬.৭%)	-	১ (১৬.৭%)	১ (১৬.৭%)	৩ (৫০%)	-	৬ (১০০%)
জাতীয় পার্টি	-	-	-	১ (৩৩.৪%)	২ (৬৬.৬%)	-	৩ (১০০%)
গণফ্রন্ট	১ (৩৩.৩%)	১ (৩৩.৩%)	-	১ (৩৩.৩%)	-	-	৩ (১০০%)
খেলাফত মজলিস	-	-	-	-	১ (১০০%)	-	১ (১০০%)
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	-	-	১ (১০০%)	-	-	-	১ (১০০%)
মোট	২ (১০.০%)	১ (৫.০%)	৩ (১৫.০%)	৭ (৩৫.০%)	৭ (৩৫.০%)	-	২০ (১০০%)

- উপনির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ২০ জন চূড়ান্ত প্রার্থীর মধ্যে প্রায় অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত – ৭০ শতাংশ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী। আওয়ামী লীগের ৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫ জনই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং বিএনপির ৬ জনের মধ্যে ৪ জন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী। তবে এসএসসি'র নীচেও ২ জন (১০.০%) প্রার্থী রয়েছেন।

প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (সংরক্ষিত নারী আসন)

দল	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬ (১৬.৭%)	৫ (১৩.৯%)	২ (৫.৫%)	৭ (১৯.৪%)	১৬ (৪৪.৫%)	-	৩৬ (১০০%)
জাতীয় পার্টি	-	-	-	৩ (৭৫.০%)	১ (২৫.০%)	-	৪ (১০০%)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	-	-	-	-	৫ (১০০%)	-	৫ (১০০%)
মোট	৬ (১৩.৩%)	৫ (১১.১%)	২ (৪.৪%)	১০ (২২.৩%)	২২ (৪৮.৯%)	-	৪৫ (১০০%)

- সংরক্ষিত নারী আসনেও উচ্চ শিক্ষিতের হার বেশি। আওয়ামী লীগের প্রায় ৬৪% প্রার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। জাতীয় পার্টি ও বিএনপির সকল প্রার্থীই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। তবে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রায় ৩৬ শতাংশ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি ও তার নীচে।

প্রার্থীদের পেশা (উপনির্বাচন)

দল	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইন	গৃহিনী	অন্যান্য	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	-	৪ (৬৬.৬%)	২ (৩৩.৪%)	-	-	-	৬ (১০০%)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি	১ (১৬.৭%)	৩ (৫০.০%)	-	২ (৩৩.৩%)	-	-	৬ (১০০%)
জাতীয় পাটি	-	১ (৩৩.৩%)	১ (৩৩.৩%)	১ (৩৩.৩%)	-	-	৩ (১০০%)
গণফ্রন্ট	১ (৩৩.৪%)	২ (৬৬.৬%)	-	-	-	-	৩ (১০০%)
খেলাফত মজলিস	-	-	১ (৫০.০%)	-	-	-	১ (১০০%)
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১ (১০০%)	-	-	-	-	-	১ (১০০%)
মোট	৩ (১৫.০%)	১০ (৫০.০%)	৪ (২০.০%)	৩ (১৫.০%)	-	-	২০ (১০০%)

- উপনির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ২০ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০ জনই হলফনামায় পেশা হিসাবে ব্যবসাকে উল্লেখ করেছেন। মাত্র ৩ জন কৃষি ও ৩ জন আইন পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। আবারো ব্যবসায়ীদের আধিক্য?

প্রার্থীদের পেশা (সংরক্ষিত নারী আসন)

দল	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইন	শিক্ষকতা	গৃহিনী	অন্যান্য	মোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	-	১০ (২৭.৮%)	২ (৫.৫%)	২ (৫.৫%)	৬ (১৬.৭%)	৬ (১৬.৭%)	১০ (২৭.৭%)	৩৬ (১০০%)
জাতীয় পার্টি	-	৩ (৭৫.০%)	-	১ (২৫.০%)	-	-	-	৪ (১০০%)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	-	২ (৪০.০%)	-	১ (২০.০%)	-	-	২ (২০.০%)	৫ (১০০%)
মোট	-	১৫ (৩৩.৪%)	২ (৪.৪%)	৪ (৮.৮%)	৬ (১৩.৪%)	৬ (১৩.৪%)	১২ (২৬.৬%)	৪৫ (১০০%)

- পেশাগত দিক থেকে তুলনামূলক বিচারে সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীদের মধ্যেও রয়েছে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য। আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্যে ২৮% ব্যবসায়ী, বিএনপির ৪০% এবং জাতীয় পার্টির ৭৫%। কয়েকজন রাজনীতি ও সমাজসেবাকেও পেশা হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যদিও তাদের কেউ কেউ ব্যবসায়ী বলে আমাদের ধারণা। আমাদের দুভার্গ্য যে, সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়নেও আমরা ব্যবসায়ীদের বলয় থেকে বের হয়ে আসতে পারি নি।
- জাতীয় পার্টির ৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনই ব্যবসায়ী।

প্রার্থীদের মামলার বিবরণ (উপনির্বাচন)

(বর্তমান ও অতীতে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা)

দল	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	প্রার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ (১৬.৬%)	-	৬ (১০০%)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	২ (৩৩.৩%)	৩ (৫০.০%)	৬ (১০০%)
জাতীয় পার্টি	-	১ (৩৩.৩%)	৩ (১০০%)
গণফ্রন্ট	-	১ (৫০.০%)	৩ (১০০%)

খেলাফত মজলিস	-	-	১ (১০০%)
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	-	-	১ (১০০%)
মোট	৩ (১৫.০%)	৫ (২৫.০%)	২০ (১০০%)

- উপনির্বাচনে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগের একজন ও বিএনপি'র দুইজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে বিভিন্ন ধারায় মামলা রয়েছে। তবে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোন মামলা নেই। তবে বাগেরহাট-১ আসনের একমাত্র প্রার্থী শেখ হেলাল উদ্দিন, যিনি আওয়ামী লীগ থেকে মনোনীত, আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত। দণ্ডের ওপর উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন।

প্রার্থীদের মামলার বিবরণ (সংরক্ষিত নারী আসন)

(বর্তমান ও অতীতে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলা)

দল	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	প্রার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৫ (১৩.৮%)	৫ (১৩.৮%)	৩৬ (১০০%)
জাতীয় পার্টি	১ (২৫%)	১ (২৫%)	৪ (১০০%)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি	২ (৪০.০%)	-	৫ (১০০%)
মোট	৮ (১৭.৭%)	৬ (১৩.৩%)	৪৫ (১০০%)

- আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের প্রায় ১৪% এর বিরুদ্ধে অতীতে ও প্রায় ১৪% এর বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে।
- বিএনপির প্রায় ৪০% প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে।
- জাতীয় পার্টির প্রার্থী জনাব সালমা ইসলামের বিরুদ্ধে অতীতে ৩২টি মামলা ছিলো যার সবগুলো থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন। বর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে ১৭টি মামলা রয়েছে যার অধিকাংশই মানহানির।

সম্পদের বিবরণ (উপনির্বাচন)

টাকার পরিমাণ	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	গণফ্রন্ট	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	খেলাফত মজলিস	মোট
৫ লক্ষের নীচে	-	-	১ (৩৩.৩৩%)	২ (৬৬.৭%)	১ (১০০%)	-	৪ (২০.০%)
৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	২ (৩৩.৩%)	-	-	১ (৩৩.৩%)	-	১ (১০০%)	৪ (২০.০%)
১৫ লক্ষ ১টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	-	১ (১৬.৭%)	-	-	-	-	১ (৫.০%)
২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	১ (১৬.৭%)	-	-	-	-	-	১ (৫.০%)
৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	-	২ (৩৩.৩%)	-	-	-	-	২ (১০.০%)
১ কোটি ১ টাকা থেকে ১০ কোটি	২ (৩৩.৩%)	১ (১৬.৭%)	২ (৬৬.৬৭%)	-	-	-	৫ (২৫.০%)
১০ কোটির উপরে	১ (১৬.৭%)	২ (৩৩.৩%)		-	-	-	৩ (১৫.০%)
মোট	৬ (১০০%)	৬ (১০০%)	৩ (১০০%)	৩ (১০০%)	১ (১০০%)	১ (১০০%)	২০ (১০০%)

- উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২০ জনের মধ্যে ৮ জন অর্থাৎ ৪০ শতাংশ কোটিপতি। দলগতভাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি মোট প্রার্থীর অর্ধেক কোটিপতি হলেও জাতীয় পার্টিতে এই হার দুই-তৃতীয়াংশ। উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদের অধিকারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জনাব রহিম উদ্দিন ভরসা, যার সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটি।

সম্পদের বিবরণ (সংরক্ষিত নারী আসন)

টাকার পরিমাণ	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	মোট
৫ লক্ষের নীচে	৪ (১১.১%)	-	-	৪ (৮.৯%)
৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	১০ (২৭.৮%)	-	১ (২৫.০%)	১১ (২৪.৪%)
১৫ লক্ষ ১টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২ (৫.৬%)	১ (২০.০%)		৩ (৬.৭%)
২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৯ (২৫.০%)	১ (২০.০%)	-	১০ (২২.৩%)
৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	২(৫.৬%)	১ (২০.০%)	-	৩ (৬.৭%)
১ কোটি ১ টাকা থেকে ১০ কোটি	৭ (১৯.৩%)	২ (৪০.০%)	২ (৫০.০%)	১১ (২৪.৪%)
১০ কোটির উপরে	২ (৫.৬%)	-	১ (২৫.০%)	৩ (৬.৬%)
মোট	৩৬ (১০০%)	৫ (১০০%)	৪ (১০০%)	৪৫ (১০০%)

- সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীদের মধ্যে ৩১ শতাংশ কোটিপতি, যাদের নিজ ও নির্ভরশীলদের নামে নূন্যতম ১ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। তবে যে ক্ষেত্রে সম্পদের বর্ণনা দেয়া আছে কিন্তু মূল্য উল্লেখ নেই সেগুলো গণনা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। সকল ঘোষিত ও অঘোষিত সম্পদের বর্তমান মূল্য হিসাব করলে এই তালিকায় কোটিপতিদের হিসাব আরো বাড়বে।
- আওয়ামী লীগের ৩৬ প্রার্থীর মধ্যে ৯ জন, বিএনপি ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জন এবং জাতীয় পার্টির ৪ জনের ৩ জন কোটিপতি। শতকরা হিসাবে এই হার আওয়ামী লীগে ২৫ এবং বিএনপিতে ৪০ হলেও, জাতীয় পার্টিতে তা তিন-চতুর্থাংশ (৭৫%)। ১০ কোটি টাকার উপরেও সম্পদ রয়েছে ৩ জনের; যার মধ্যে ২ জন আওয়ামী লীগ ও ১ জন জাতীয় পার্টির। সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্পদের অধিকারী জাতীয় পার্টির জনাব সালমা ইসলাম। তার সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৪৬ কোটি। তবে তার পরিবারের অনান্য সদস্যদের সম্পদ যোগ করলে ১২০ কোটি টাকার ওপরে।

সাতটি উপনির্বাচন ও ৪৫টি সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে আরো কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

- *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন, ২০০৯*-এর ৯০(১)(বি)(iv) ধারা অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত হিসাবে দলের তৃণমূলের কমিটিসমূহের সুপারিশের আলোকে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত হবার কথা। কিন্তু আমাদের জানা মতে, কোন দলই আইনের এই বিধান মেনে মনোনয়ন চূড়ান্ত করে নি। রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এ ধরনের আচরণ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সাথে কি সঙ্গতিপূর্ণ?
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একজন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যাক্তিকে মনোনয়ন প্রদান অনেককেই হতাশ করেছে।
- মনোনয়নের ক্ষেত্রে পরিবারতন্ত্রের প্রভাবও লক্ষণীয়।
- জাতীয় সংসদের সার্বিক মানোন্নয়ন নারী আসনের মনোনয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হবে বলে অনেকে আশা করেছিলেন। এ বিবেচনা থেকে অনেকে হতাশ হয়েছেন। নারী প্রার্থীদের অনেকেই ব্যবসায়ী এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের একটি বিরাট অংশ স্বল্প শিক্ষিত।
- মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমরা ব্যবসায়ীদের বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারি নি। এমনকি নারী প্রার্থীদের একটি বড় অংশ কোটিপতি, যা আমাদের মহান জাতীয় সংসদকে কোটিপতির ক্লাবে পরিণত করার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে অবদান রাখবে।
- সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীদের হলফনামার সাথে আয়কর বিবরণী প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয় নি, যদিও তাঁদেরকে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা জমা দেওয়ার বিধান করা হয়েছে – আমরা জানি যে, *জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪*-এ ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে নির্বাচন কমিশন ইচ্ছা করলে নারী প্রার্থীদের জন্য আয়কর রিটার্ন প্রদানের বিধান করতে পারতো।